OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 281 - 288
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 281 - 288
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

কবি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় ক্ষুধা : একটি আলোচনা

হরি শঙ্কর দে
গবেষক, সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: harisankar.dey001@gmail.com
0009-0007-6275-2864

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Hunger, Struggle for Survival, Creativity and Hungry People, Poet Mohini Mohan Gangopadhyay, Struggle and Revolution.

Abstract
The first and highest demand of human life is food, clothing and shelter. In all this, the first demand of human beings is food. Poet Mohini Mohan Gangopadhyay is the son of the soil of Purulia district. In his poems, food comes up in many ways, in different forms; It is about the hunger of human beings and the entire hungry, hungry and toiling human race. There is no difference between subjective people and artistic people. When hunger is satisfied, people become creative. Creativity is not the primary feature of human life, but the primary and highest demand of the whole human life is food, clothing and shelter. It is true that creative people indulge in his creationism, and if that creation or creativity cannot satisfy hunger, it is soon destroyed. It is not my topic to describe such a theory. The topic of hunger is the issue of hunger in the poems of poet Mohini Mohan Gangopadhyay. Even after 75 years of independence, the main problem of poverty, proletarian, rural and working people is starvation. As a result, the shortage of rice and bread became a big issue. Naturally, in the poems of poet Mohini Mohan Gangopadhyay, the hunger of the hungry people due to the lack of rice bread comes back again and again.

Discussion

কবি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় চিরকাল সাধারণ মানুষের কবি। নিরন্ন, ভুখা, খেটে খাওয়া মানুষের জন্য কলম ধরেছেন তিনি সারাজীবন ধরে। জীবনের নানা পর্যায়ে তিনি দেখেছেন মানুষের জীবন ধারণের জন্য, বেঁচে থাকার জন্য লড়াইয়ের নানান ধারা। তিনি নিজেকে কোনদিনই এলিট সমাজের অংশ হিসেবে দেখতে চাননি বা তেমন করে নিজেকে গড়ে তোলেননি কোনদিনই। আজীবন তিনি সাধারণ মানুষের কবি হয়ে থেকেছেন। ফলত তাঁর কবিতায় মানুষের কথা, তাদের জীবন যন্ত্রণার কথা, সমাজরূপ নরকে বেঁচে থাকার কথা, সমস্ত অন্যায় অত্যাচার সহ্য করে খালি পেটে সর্বাঙ্গে চাবুকের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 281 - 288
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দাগ নিয়েও নতুন সমাজ গড়ে তোলার ভাবনা তাঁর কবিতায় থাকবে এমনটাই স্বাভাবিক। এই কারণেই তিনি সাধারণ মানুষের মনে চির আসন লাভ করতে পেরেছেন, এমন বলা বাহুল্য নয়। তাই কবি বলতে পারেন -

"এখন যুদ্ধ ছাড়া কিই বা আছে?
মৃত্যুরোধের অঙ্গীকারে হারিয়ে ফেলেছি পুনর্জন্মের ঠিকানা।"[১]

এই যুদ্ধ কিসের? মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যুদ্ধ, ঈশ্বরের কণ্ঠ রোধ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যারা একক অধীশ্বর হয়ে উঠতে চায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের সন্ধানে যুদ্ধ, নিজেদের বোধ ও মেধার ভিতরে স্মরণীয় ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখার যুদ্ধ। এই সমস্ত যুদ্ধ করতে করতে হারিয়ে যায় মানুষের পূর্ব জন্মের ঠিকানা। তবুও কবি যেন যুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে বলেন -

"প্রতিদ্বন্দ্বী কে আছিস আয়?
অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটে যায় তীক্ষ্ণ খুরে পিষে দিয়ে
কয়েক কোটি মানুষের পুষে রাখা খিদের প্রহর।
উপোসী সন্তানগুলো অধিকার বুঝে নেয়
রণপায়ে হাঁটতে থাকে নতুন মানুষ
রক্তে বারুদ জমে নিঃস্ব চাষি শুরু করে রক্ত ভেজা হাত দিয়ে
জমি আর ফসল উদ্ধার।"[২]

কবি তাঁর কবিতায় ছত্রে ছত্রে খুদার ছবি এঁকেছেন। আবার 'শিল্পীর ভাবনা : পালটে যাওয়া ভারতের মানচিত্র' কবিতায় কবি লিখেছেন -

"ক্ষুধার্থ মানুষের মুখে রুটি নেই সর্বাঙ্গে চাবুকের ঘা পড়েছে
নাড়ি ভুঁড়ি চুঁইয়ে পড়া পেটে জলন্ত ফার্নেস হাপর জ্বলছে।"[৩]

এই তো কবির ক্ষমতা; কবি তাঁর কলমের আঁচড়ে আঁকতে পারেন জ্বলন্ত ছবি। যেখানে ক্ষুধায় জ্বলছে মানুষের পেট। অথচ স্বাধীনতার পরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্প কৃষি সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা বলা হয়েছে। কোথাও সমগ্র মানবজাতির ক্ষুধা নিবারণের কথা বলা নেই। কবিতায় বলে ওঠেন -

"শিল্পীর ছবিতে মার খাওয়া মানুষের মুখ
মুখে রুটি নেই সর্বাঙ্গে চাবুকের দাগ
পাল্টে দিতে চায় ভারতের মানচিত্র।"[৪]

সাধারণ মানুষের ক্ষুধায় জ্বলছে পেট আর অন্যদিকে ভারতে তথা সমগ্র বিশ্বে উঁচু পাঁচিলে ঘেরা হচ্ছে নানা দেশের মানচিত্র। কাঁটাতারের বেড়ায় বন্দি মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির ফলে কবি যেন চিৎকার করে বলে ওঠেন -

"কোথায় দাঁড়াবি তুই? তোর স্বপ্ন সাধ ছিঁড়ে খাচ্ছে
ক্ষুধার্ত হাঙর।"[৫]

তবুও কবি বেঁচে থাকতে চান কবিতায়। কবিতার মধ্যে দিয়ে কবি তাঁর ভাবনার ভাস্বর গড়ে তুলতে চান। অথচ কবি জানেন ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে কবিতা মূল্যহীন। কবি তাই প্রশ্ন তোলেন - "এখন কবিতা দিয়ে কি করে তাড়াবি তুই ভাতের অভাব?"[৬] কবিতা মূল্যহীন হয়ে যায় একমুঠো ভাতের পাশে, এক টুকরো রুটির কাছে। কাঙালের কাছে কবিতার কোন মান নেই, কোন অর্থ নেই তাই কবি বলেন - "ফুটপাতের মানুষগুলো কবিতার চেয়ে বেশি পেটের যন্ত্রণা বোঝে"[৭] তবুও কবি মেতে থাকতে চেয়েছেন তাঁর সৃষ্টিতে, সৃজনশীলতায়। কবি জানেন ক্ষুধার্থ মানুষ "ড্রেনে ডাস্টবিনে ওরা এঁটোকুটো খুঁজে খায়, কবিতা খোঁজেনা"[৮] কেননা কবিতার শব্দ দিয়ে, কবিতার আন্তরিকতা দিয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটে না। শেষ পর্যন্ত কবিও কাঙালদের অন্তর্ভুক্ত করলেন নিজেকে। অথচ মনের অতৃপ্তি পূরণ করতে "কবি তার কবিতা দিয়ে কথা ছিল জিতে নিবে মানুষের বুক।"[৯] এমন প্রতিশ্রুতির কথা মাথায় রেখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে কবি কবিতার শিল্পী হতে চেয়েছিলেন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 281 - 288
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কিন্তু - "সেন্সরশিল্পের কাঁচি তেড়ে আসছে ভীষণ ধারালো/ কাঙালিভোজের ডাকে তুই যাস লোঙ্গরখানায়।"[১০] কারণ কবিতা দিয়ে উপবাসী মানুষের পেট ভরানো যায় না। কবিতা দিয়ে জীবন জীবিকা চলে না, তাই শেষপর্যন্ত যেতে হয় লঙ্গরখানায়।

তবু কবি হার মানতে জানেন না, প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই করেও নিজ সৃষ্টির ধারা বজায় রাখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। 'সংশপ্তক' কবিতায় কবি তাঁর নিজ সৃষ্টির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বার্তা দিয়ে বলেন –

"কবিতা তোমার জন্যে আমি আজ নাগা সন্ন্যাসীর মত গাজনে চলেছি।"[১১]

কেননা এই ক্ষুধা, অন্নাভাব চিরকালের নয়, একদিন অভাব-অভিযোগ, পাওয়া-না পাওয়া, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, অন্যায় ও শোষণ যুক্ত সমাজব্যবস্থা-সহ সমস্ত প্রতিকূলতা কেটে যাবে, কোন কারনেই সৃষ্টিকে থামিয়ে রাখা যাবে না। লিখে রাখা প্রয়োজন সভ্যতার অন্ধকার সময়ের ইতিহাস যা অচিরেই হয়ে উঠবে সভ্যতার দলিল। সৃষ্টির মধ্যেই প্রোথিত হবে আগামীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বার্তা। তাই কবি বলেন -

"অন্ন জল রুটির সংসারে আজ কবিতার ছাড়পত্র পেয়ে গেছি
স্বচ্ছন্দ ভ্রমনে আমি সহজ সরল"[১২]

এই ভিখারীর দেশে কে কাকে ভিক্ষা দিয়ে ভিক্ষাপাত্র ভরিয়ে দেবে, তেমন মানুষ কই? তাই কোন কারনেই থামানো যাবে না সৃষ্টির ধারা। বুভুক্ষু মানুষ তার পেটের খিদার আগুনে নিজেদের শরীর সেঁকে নিয়ে প্রস্তুত করে তুলেছে নতুন সৃষ্টির পথে চালিত করার জন্য। যেমন মাটির কৃষক জমিদার, জোরদার, সুদখোরদের অত্যাচারের পর, শোষণের পরও আবার তারা নেমে পড়ে মাঠে এক বুক সাহস নিয়ে। মাটি চষে নতুন ফসল উৎপন্ন করার আশায়। এই আশাই তো মানুষের বাঁচার রসদ। তাই ক্ষুধার্ত অবস্থায় এক টুকরো বাঁচার রসদ খুঁজে পাওয়ার আশায়-

"স্বদেশের মানচিত্র ছিঁড়ে খুঁজে রক্ত মাংস ঘামে
মাটিকে উর্বরা করে আকাশে শস্য বুনছে
ক্ষুধার্ত কাঙাল।"[১৩]

কৃষক মাটিতে নতুন ফসলের আশায় বীজ বোনে, আর নিজেদের আশা বোনে আকাশে। স্বপ্ন দেখে নতুন ভাবে জেগে ওঠার, নতুন সূর্যের, নতুন ভোরের। যেখানে সমস্ত অত্যাচার একদিন শেষ হয়ে যাবে। প্রত্যেক ক্ষুধার্ত কাঙালের পেট ভরবে, নতুন ফসলের অন্ন দিয়ে। এমন আশা নিয়েই বেঁচে থাকে মানুষ। কেননা "সর্বস্ব উজাড় করে দেবার মতো এখন কোন দানবীর দাতা কর্ণ নেই।"[১৪] যা আছে তা মধ্যবিত্ত ভাবনা, শুধু নিজের কোলে ঝোল টানার মানসিকতা। ফলে মধ্যবিত্ত ভাবনাকে কবি মনে করেছেন - আধুনিক সভ্যতার আরেক ভূত যে "মধ্যবিত্ত সাদা বিছানায় এখন অশ্লীলভাবে শুয়ে আছে।"[১৫]

এই পর্যায়ে কবি মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের আরেকটি কবিতা 'হাত'। কবিতায় ক্ষুধা হলো মানুষের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার সংগ্রাম, সামাজিক বৈষম্য এবং বাস্তবতার এক নির্মম ঐতিহাসিক দলিল। মানুষের নিজের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার নির্মম এক প্রতীক। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তার 'ছাড়পত্র' কাব্যের 'হে মহাজীবন' কবিতায় দারিদ্রে নিপীড়িতদের যন্ত্রণার ছবি তুলে ধরে বলেছিলেন - "ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়/ পূর্ণিমা - চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি" তেমনই কবি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি কবিতা 'হাত'। কবিতায় কবি বলেন -

"হাত নেই আজ ভাত নেই আজ মুখের সামনে/ কচুপাতা পাতাই আছে।"[১৬]

কবি বারবার একথা বোঝাতে চেয়েছেন যে মানুষকে নিজের অধিকার অবিরাম সংগ্রাম ও লড়াইয়ের মাধ্যমে ছিনিয়ে নিতে হয়। কেননা -

"ক্ষুধার জগত দিন দুনিয়া এমনি করে মজা দেখছে মজা করছে
কর্তা ভাজার আসর জুড়ে
মাথার উপর সূর্য ঘুরছে স্বপ্ন পুড়ছে
রাত্রে যেন শক্ত খাড়া আধখানা চাঁদ
ঘাড়ের কাছে ঝুলে পড়ছে।"[১৭]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 281 - 288
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ক্ষুধার রাজ্যে পূর্ণিমার চাঁদ বা ক্ষুধার জগতে আধখানা চাঁদ যাই হোক না কেন, পেটের তীব্র ক্ষুধা মানুষকে স্বপ্নবিলাসী করে তোলে না। ক্ষুধার যন্ত্রণায় রোমান্টিক পূর্ণিমার চাঁদকেও তখন রুটি বা খালি ভাতের থালা বা শক্ত খাঁড়া মনে হয়। কবির এই সৃষ্টি কর্মে ক্ষুধা কেবল পেটের খিদের বুভুক্ষুর মশাল নয় বরং তা ফুটে ওঠে শোষণ ও প্রতিবাদের প্রতীক রূপে। কেননা ক্ষুধা 'কয়েক কোটি মানুষের পুষে রাখা খিদের প্রহর' যা শোষিত মানুষের না পাওয়ার বেদনা ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামে কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে। কারণ সমাজের একশ্রেণীর মানুষের বৈভবের প্রাচুর্যের বিপরীতে অন্য এক শ্রেণীর চরম হাহাকার এবং বঞ্চনা প্রকাশিত হয় এভাবে-

"হাত নেই হাত, ভাতের থালা সামনে পড়ে
ক্ষুধার আগুন শরীর জুড়ে ফুলকি ছড়ায়
নেইকো তফাত জীবন্তে আর ঘাটের মড়ায়।
সামনে পাহাড় ছিনিয়ে নিচ্ছে সব অধিকার
তাকে ভাঙার শপথ কোথায় তপ্ত রক্তে এবং শিরায়?"[১৮]

কিন্তু কবি জানেন ক্ষুদা কেবল মানুষের শারীরিক কষ্ট বা বেদনা নয়, বরং এটি শোষিত মানুষের বিদ্রোহ সংগ্রাম ও বিপ্লবের জ্বালানি। তাই কবি ব্যঙ্গ করে বলে ওঠেন 'নেইকো তফাৎ জীবনতে আর ঘাটের মড়ায়'। অন্যের শাসনে অত্যাচারে জীবন্ত মানুষও যখন ঘাটের মরায় পরিণত হয় তখন তাদের জাগানোর জন্য জ্বলে ওঠে কবির কলমে কবির বাণী। শক্ত হাতে বাঁচার লড়াইয়ের জন্য সামনের সারিতে এগিয়ে চলতে তার এবং সমগ্র শোষিত মানুষের জ্বলন্ত স্বপ্নকে বাস্তবতার রূপ দিতে কবি তখন প্রশ্ন তোলেন –

"তীক্ষ্ণ খড়্গ ধরবে কে আজ তেমন মানুষ এখন কোথায়?"[১৯]

এই প্রশ্ন শোষিত ক্ষুধার্ত মানুষকে আর একবার জাগিয়ে তোলার, সংগ্রামী মানুষদের আর একবার বাঁচার সংগ্রামের ফেরানোর এবং সংগ্রাম বিমুখ দুঃস্থ মানুষদেরও বাঁচার সংগ্রামে ফেরানোর।

কবি আবার 'এইভাবে' কবিতায় পৌরাণিক অনুষঙ্গকে নিয়ে এসে আধুনিক সমাজের এক জ্বলন্ত সমস্যাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। পোড়া রুটির গন্ধে ক্ষুধার্ত মানুষের হৃদয় উদ্বেল হয়। সমাজ ও সভ্যতা এগিয়ে চলেছে আধুনিকতার দিকে অথচ সেই আধুনিক সমাজ নগরায়ন ও বিশ্বায়নের ছোঁয়ায় হয়ে উঠেছে জতুগৃহ। চারিদিকে জ্বলছে আগুন, পালাবার পথ নেই, অগ্নিদগ্ধ হৃদয় নিয়ে মানুষ জীবন যাপনে ব্যস্ত। এই ক্ষয়প্রাপ্ত, ধ্বংস হয়ে যাওয়া সমাজ ব্যবস্থায় অবক্ষয়িত মূল্যবোধ একশ্রেণীর মানুষের শরীর, মন এবং যৌবনকে পুড়িয়ে রূপান্তরিত করছে ছাই-এ। চারিদিকে তীব্র হাহাকার, ক্ষুধা, ফলত মানুষ ছুটে চলে লঙ্গরখানার দিকে। মানবজাতির প্রাথমিক দাবি ক্ষুধা না মিটলে এই অন্ধকার সমাজের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে নামবে কি করে? অথচ এই সময়ে জলন্ত একটি সমস্যা মানুষের ক্ষুধা। কবি এই অবস্থার বর্ণনা করেছেন -

"চারপাশে জতুগৃহ খাণ্ডবদাহন
সমস্ত শরীর পুড়ে, পুড়ে মন এবং যৌবন....
কিংশুক বসন্ত যায় ছুঁয়ে যায় অবণ্য শিখর
ঝলসানো রুটির গন্ধে কয়েকটা হৃদয়
উঁকি দিয়ে চায়-
আগুনের ঘর থেকে কারা ছুটে লঙ্গরখানায়?"[২০]

কবিতায় মহাভারতের জতুগৃহ এবং খাণ্ডবদাহনের মতো সর্বগ্রাসী আগুন এবং সাধারণ মানুষের ক্ষুধা ও বেঁচে থাকার তীব্র লড়াইকে এক সুতোয় বেঁধেছেন। সামাজিক সংকট ও মানবিক বিপর্যয়ের মধ্যে মানুষের স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা দগ্ধ হচ্ছে। জতুগৃহ রূপ বর্তমান সমাজে মানুষের জীবন ও অস্তিত্ব প্রতিনিয়ত প্রতিকূলতার আগুনে ঝলসে যাচ্ছে। তীব্র অভাব ভুলিয়ে দিচ্ছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অর্থ। আগুনের ঘর বা জ্বলন্ত সমস্যা থেকে বাঁচতে, ক্ষুধা মেটাতে মানুষ শেষ পর্যন্ত লঙ্গরখানার আশ্রয় খুঁজছে। দয়া, দাক্ষিণ্য, ভরা দানপাত্রের আশায় স্বপ্ন বুনছে আর শুধু ভাতা পাওয়ার আশায় নিরাশ হয়ে দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 281 - 288
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

একই রকম ভাবে কবির 'নবান্ন' কবিতায় আরো একবার উত্থাপিত হয়েছে ক্ষুধা প্রসঙ্গ। এখানে নীলকণ্ঠ শিবের অনুষঙ্গ নিয়ে এসে মিথ ও পুরাণের আবহে সমকালীন সমস্যার রূপককে ফুটিয়ে তুলেছেন।

"প্রতিদিন বিষ মেখে বেঁচে থাকে নীলকণ্ঠ প্রাণ
প্রতিদিন বেঁচে মরা - মরে বেঁচে থাকা:
দীর্ঘশ্বাস জমা হচ্ছে পোড়া মাঠে দগ্ধ প্রান্তরে
হেমন্তের ধান উঠলে ডেকে উঠবে গোরুর গাড়ির দুটি চাকা।"[২১]

সমুদ্র মন্থনে বিষ পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন দেবাদিদেব মহাদেব। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মেহনতী ও দরিদ্র মানুষও আকণ্ঠ বিষপানে নীলকণ্ঠ হয়ে উঠেছে। সমাজের অভাব অনটন আর অত্যাচারের তীব্র বিষের জ্বালা প্রতিদিন তাঁরা মুখ বুজে সহ্য করে। তাদের এইভাবে বেঁচে থাকা কোন স্বাভাবিক জীবন নয়, বরং তা মৃত্যুর প্রতিরূপ- ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকা। মানুষের ভেতরে জমাট বাঁধা কষ্ট ও হাহাকার যেন দীর্ঘশ্বাস হয়ে উড়ে বেড়ায় সভ্যতা ও সমাজের চারপাশের বাতাসে। সারা বছরের ক্ষুধা একমুহূর্তে ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে উৎসবের প্রতিরূপ হয়ে ফুটে ওঠে যখন হেমন্তের নতুন ধান নতুন আশা যোগায়। কিন্তু তাদের ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, সেই ফসল কেড়ে নিয়ে যায় জমিদার ও মহাজনের লেঠেলরা বর্তমানে বেনিয়া সমাজ। ক্ষুধার্ত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা রক্ত চক্ষুর কাছে, লাঠির কাছে বন্দী হয়ে যায়। সামাজিক হলাহলে উত্থিত এই বিষপান করে ক্ষুধার্তজগৎ নীলকণ্ঠ হয়ে থাকে তবুও এই সমস্যা সমাধানের রাস্তা খুঁজে পায় না।

কবির এই ধারার আরেকটি কবিতা 'শব্দ'। কবিতাটিতে ক্ষুধা অন্যমাত্রায় ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। কবিতাটির কিছু অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে -

"পবিত্র নদীর স্রোতে ধুয়ে মুছে যায় পাপ পুণ্য কলঙ্ক বিচার
সৃষ্টি বলয়ে বিচিত্র ছায়াপাত
জন্মগ্রহণ থেকেই সূর্যগ্রহণ আগ্রাসী ক্ষুধা পিপাসা
শরীর থেকে শরীরে ছিটকে পড়ে
কাচের স্বর্গে চিত্রিত সংসারে প্রতিবিম্ব হেসে ওঠে
প্রতিবিম্ব কথা কয় তার পর-
একটি বিন্দুতে মিশে একাকার হতে হতে নিঃশব্দে হারিয়ে যায়।
তখন অন্য এক ক্ষুধা অন্য এক পিপাসা জলে ঢেউ তোলে
তখন শব্দেরা আর শব্দ থাকে না।
মাথা তোলে প্রতিশোধের শানিত শিবির
জন্ম মৃত্যুর সময় সীমানা ঝনঝন্ শব্দে ভেঙে পড়ে।"[২২]

সমগ্র কবিতায় মানুষের জীবন, মৃত্যু, অস্তিত্বের সংকট, সৃষ্টি এবং জাগতিক বাস্তবতার এক গভীর দার্শনিক দৃষ্টি রূপকের আবহে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। প্রকৃতির আদিম বা স্বাভাবিক চাহিদার কাছে সমাজসৃষ্ট পাপ পূণ্য বা কলঙ্কের বিচার অর্থহীন হয়ে পড়ে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরবর্তী সময় থেকে মানুষের এক চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা ক্ষুধা। সূর্যগ্রহণ যেমন আলোক গ্রাস করে তেমনি মানুষের আদিম বাসনা ও বেঁচে থাকার ক্ষুধা তার সমস্ত সত্তাকে গ্রাস করতে চায়। সৃষ্টির আদি এবং অন্ত্য যেন একটি বিন্দুতেই সীমাবদ্ধ। সমস্ত কোলাহল শেষে জীবন যখন নিঃশব্দে বিলীন হতে চায় তখনই জেগে ওঠে অন্য এক নতুন আকাঙ্ক্ষা বা ক্ষুধা যা জলের ঢেউ এর মতো চঞ্চল। অন্যভাবে বলা যায় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের বাসনা, সম্পর্ক, জাগতিক ব্যক্তির মধ্যে মানুষের বেঁচে থাকার প্রধান উৎস ক্ষুধা। ক্ষুধার কাছে মানব জীবনের সমস্ত কোলাহল এবং পাপ পুণ্যের বিচার বিলীন হয়ে যায়।

কবি তাঁর সমগ্র জীবনের পাঠ নিয়েছিলেন জীবনের কাছ থেকেই। কবির উপলব্ধিতে তাই জীবন উঠে আসে গতানুগতিক ধারায় নয়, মহামানবজীবন থেকে। সে দিক থেকে তিনি ছিলেন প্রবলভাবে সচেতন। সবকিছুর পরেও কবি এ কথা ভোলেননি যে ক্ষুধার্ত সময়ের পিঠে ভর দিয়েই জীবনের উৎসব এসে মানুষের জীবনকে স্পর্শ করে তাদের কণ্ঠে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 281 - 288
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গান দেয়, শক্তি দেয় লড়াইয়ের। কবির 'ক্ষুধা একজন মানুষের একজন কবির' কবিতাতেও এমন ভাবনা ফুটে ওঠে। কবিতাটি গদ্য কবিতার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সমগ্র কবিতাটি এখানে উদ্ধার করা হল -

> "একজন মানুষের চেয়েও একজন কবির ক্ষুধা সবচেয়ে বেশি এবং ভয়ঙ্কর। ফুল পাখি মাটি মেঘ নদী এবং নারীর সর্বাঙ্গে লেহন করেও তার মন ভরে না, পেট ভরে না; সব চেয়ে বেশি ক্ষুধা নিয়ে সে সারা পৃথিবী পর্যটন করে বেড়ায়। মুক্তি চায়, ভালোবাসা চায়, স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের ছাড়পত্র নিয়ে এক একটা সীমান্ত পেরিয়ে সাম্রাজ্য গ্রাস করে। এক একটা মানচিত্র ছিঁড়ে ছিঁড়ে নীল অক্ষাংশ দ্রাঘিমা, রঙ রেখা সাংকেতিক চিহ্ন খেয়ে জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেছে ও গাছের আড়ালে আবডালে যা কিছু আছে সবাইকে ডাক দেয়। সঙ্গীত, সঙ্গীতের মর্মর, পুরুষ প্রকৃতি, নিসর্গ সৃষ্টির সমস্ত যন্ত্রণার ভেতর বুভুক্ষু কবি চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে আমৃত্যু স্বপ্ন দেখে বিভিন্ন পানীয় ও খাদ্যবস্তুর।
> একজন মানুষ একমুঠো অন্ন আর একটুকরো রুটির সংসারে আনন্দে আটখানা হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে কিংবা মানুষের গল্প শুনতে শুনতে সমস্ত পৃথিবীকে জেনে নেয় বর্ণমালার অক্ষরের মতো। কিন্তু কবি সমস্ত কিছু ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়েও পরিতৃপ্তির সুখ পায় না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভেতরে তার ক্ষুধা জিয়েই রেখেছে আগুন, আর সেই আগুন হাওয়ার মধ্যে নিজেকে নিজেই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মদন ভস্মের মতো নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। জন্ম থেকে জন্মান্তরে, মৃত্যুতে, সবুজ কার্নিভালে, জুয়ার আড্ডায়, বেদেনিদের নিশ্ছিদ্র জঙ্গলে, মহুয়ার চোরকুঠুরিতে কবি আকণ্ঠ ক্ষুধা পিপাসা নিয়ে চিৎকার করে বেড়াচ্ছে; তবু কেউ জানতেই পারছে না।"[২৩]

এই ধারার আর একটি কবিতা "ভাতের আশ্চর্য গন্ধে" - কবিতাটির নামকরণ মহাশ্বেতা দেবীর 'ভাত' গল্পের ঘটনাক্রম মনে করায়। সেখানে ফুটন্ত গরম ভাতের গন্ধ উচ্ছব নাইয়াকে উতলা করে দিত। এখানেও শুধু উচ্ছব নয়, সমগ্র সমাজের খেঁটে খাওয়া মেহনতী মানুষের মধ্যে উচ্ছবের রূপ ফুটে ওঠে। কবি যখন বলে ওঠেন - "ভাতের আশ্চর্য গন্ধে হাড় হাভাতে ছেলেরা ঘুমায়..." তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না যে কবি সমাজের কোন দিকটি পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে পঞ্চব্যঞ্জন নয়, শিউলি ফুলের বাহার নয়, শুধু সাদা ভাত স্বপ্ন হয়ে ওঠে। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করা হল -

> "ভাতের আশ্চর্য গন্ধে ঘুম ভেঙে যায়
>
> ফুটপাতের সংসার জুড়ে কঙ্কালে কঙ্কালে
> আলোড়ন শুরু হয় বিস্ফোরণ একলহমায়
>
> একমুঠো ভাত, শিউলিফুলের মতো সাদা ভাত
> তার জন্যে ত্রিশ কোটি হাত
> স্বপ্ন দেখে স্বপ্ন ভাঙে
> বিনা মেঘে আনে বজ্রপাত।
> ভাতের আশ্চর্য গন্ধে হাড়-হাভাতে ছেলেরা ঘুমায়...
>
> এ ঘুম ভাঙে না হায়, ঘুমের প্লাবন বয়ে যায়
> ফুটপাতে হাসতে থাকে সুনীল শ্মশান

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 281 - 288
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পড়ে থাকে বেওয়ারিশ লাশ—
কাদের ভাতের গন্ধে পৃথিবী পাগল হয়?
কাদের ক্ষুধায় ভাত বিনা রক্তপাতে লিখে
নিঃশব্দে মৃত্যুর কথা আর ইতিহাস?”[২৪]

কবিতার মূল উপজীব্য মানুষের মৌলিক চাহিদা ‘ভাত’ বা অন্ন। শুধু গ্রাম নয় শহরাঞ্চলে চরম দারিদ্র্যের শিকার ফুটপাতে বসবাসকারী ছিন্নমূল মানুষের কাছে ভাতের গন্ধ এক জাদুকরী ও অবিশ্বাস্য বিষয়। ফুটন্ত ভাতের গন্ধ তাদের জীবনের চালিকাশক্তি। ক্ষুধার তাড়নায় মৃতপ্রায় ও কঙ্কালসার মানুষেরা ভাতের গন্ধে জেগে ওঠে এবং একমুঠো অন্নের খোঁজে তাদের মনে এক লহমায় বিস্ফোরণ বা আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কবিতায় কবি ভাতকে মিলিয়ে দিয়েছেন শুভ্র ‘শিউলিফুল’-এর সাথে। এই পবিত্র ও কাঙ্ক্ষিত একমুঠো ভাতের জন্য ‘ত্রিশ কোটি হাত’ যা সমগ্র আপামর ক্ষুধার্ত জনতার প্রতীক, নীরবে প্রতীক্ষা করে। ভাতের এই স্বপ্ন যেমন তাদের বাঁচিয়ে রাখে, তেমনি তা না পাওয়ার বেদনা তাদের স্বপ্নকে বারবার ভেঙে চুরমার করে দেয়। ভাতের এই তীব্র হাহাকার যেন শান্ত আকাশেও হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো বিপর্যয় ডেকে আনে। ভাতের সন্ধানে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হাড়-হাভাতে ছেলেরা একসময় গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়। কিন্তু এই ঘুম সাধারণ স্বাভাবিক ঘুম নয়, এটি আসলে মৃত্যুরই অন্য নাম— যার প্লাবন বয়ে যায় ফুটপাত জুড়ে। অবহেলিত ও অনাহারে ধুঁকতে থাকা এই মানুষদের শেষ পরিণতি হয় ফুটপাতে পড়ে থাকা ‘বেওয়ারিশ লাশ’ হিসেবে, যা সভ্য সমাজের বুকে এক বড় চপেটাঘাত। কবি সমাজ ও ইতিহাসের কাঠগড়ায় কিছু তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন - কাদের শ্রম ও ত্যাগের বিনিময়ে এই পৃথিবী সচল ও ঐশ্বর্যশালী হচ্ছে, অথচ তারা নিজেরাই ক্ষুধার্ত থাকছে। যুগে যুগে এই অবহেলিত মেহনতি মানুষেরাই নীরবে অনাহারে মৃত্যুবরণ করে ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে যায়, অথচ কোনো যুদ্ধ বা রক্তপাত ছাড়াই এই নীরব হত্যাকাণ্ড সমাজব্যবস্থার ব্যর্থতার দিকেই আঙুল তোলে। আসলে কবিতাটি কেবল একমুঠো ভাতের বিবরণ নয়, বরং এটি বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রের উদাসীনতার বিরুদ্ধে এক তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদের দলিল। অত্যন্ত সহজ অথচ তীক্ষ্ণ শানিত শব্দের বিন্যাসে কবি ক্ষুধার্ত মানুষের নীরব কান্না ও দ্রোহকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

কবির এই ইতিহাস লেখার প্রবণতা আসলে জীবনের কাছে যাওয়ার সামর্থ্য অর্জনের প্রস্তুতি। কবিতার কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর সচেতন বার্তা। তিনি জানেন কিভাবে জীবন দিয়ে জীবনের মর্মে গিয়ে পৌঁছাতে হয়। কারণ জীবনের মর্মে না পৌঁছানো পর্যন্ত কবিতার মর্মে গিয়ে পৌঁছানো যায় না। এই সাধনা সত্যের সাধনা, কঠিনের সাধনা। একজন কবিকে তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে সেই কঠিন সাধনা করে যেতে হয় কারণ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সাধনা দিয়েই ইতিহাস লিখিত হয়। যেখানে ভাতের গন্ধে পৃথিবী পাগল হয়, সেই ক্ষুধার পাগলামি দিয়েই কবি রচনা করেন সময় ও সমাজের জ্বলন্ত ইতিহাস।

ব্যক্তিগত জীবনে শান্ত ও নিরীহ ধরনের একটা জীবন কাটিয়েছেন কবি মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। সেই শান্ত ও নিরীহ জীবন পর্বে কোথায় যেন আগুন লুকিয়ে রেখেছিলেন। তার ফল স্বরূপ সমাজ ও সভ্যতার অন্ধকার দিকটিকে তিনি আলোকিত করতে চেয়েছেন সমগ্র পৃথিবীর কাছে। কবিতার হাত ধরে তিনি তা পেরেছেন। কারণ তিনি তাঁর কবিতার জগতে প্রবলভাবে জীবনযাপন করেছেন। মিথ্যার কাছে মাথা নত করেননি। যে সময়ে একটি জ্বলন্ত সমস্যা মানুষের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা আর অন্য একদিকে একশ্রেণীর মানুষের বিলাসবৈভবের মত্ততা সমাজ ও সভ্যতাকে গ্রাস করছে, সেই সময় কবির কলম ফুলিঙ্গের মতো সমাজ সচেতন বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছে। ক্ষুধার্ত সমাজের হৃদয় ভারাক্রান্ত হাহাকার বুকে নিয়ে সৃজনশীল কবি ভেসে গেছেন কবিতার স্রোতে। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে অভিজ্ঞতা মানুষের হাতে কবিতার জন্ম দেয় তাই কবিতাকে মানুষের জীবন প্রবাহে একান্ত করে রাখে। আসলে কবিতাকে তিনি কবিজীবনের একটা আবিষ্কার হিসেবে নিতে পেরেছেন বলেই ক্ষুধার্ত সমাজের, ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষুধার প্রবলতাকে কেন্দ্র করে একটা কবিতাময় জীবন যাপন করতে পেরেছেন।

Reference:

১. গঙ্গোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন, ‘কবিতা সমগ্র-১’, অক্ষরবৃত্ত প্রকাশন, প্রকাশক- তাপস বসু, ১২ কামারপাড়া লেন, কলকাতা-৭০০০৩৬, প্রথম প্রকাশ- ২০২৩ পৃ. ২৫

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 281 - 288
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২. তদেব, পৃ. ২১
৩. তদেব, পৃ. ২৮
৪. তদেব, পৃ. ২৯
৫. তদেব, পৃ. ২৯
৬. তদেব, পৃ. ২৯
৭. তদেব, পৃ. ৩০
৮. তদেব, পৃ. ৩০
৯. তদেব, পৃ. ৩০
১০. তদেব, পৃ. ৩০
১১. তদেব, পৃ. ৩২
১২. তদেব, পৃ. ৩২
১৩. তদেব, পৃ. ৩৪
১৪. তদেব, পৃ. ৩৪
১৫. তদেব, পৃ. ৩৫
১৬. তদেব, পৃ. ৩৫
১৭. তদেব, পৃ. ৩৫
১৮. তদেব, পৃ. ৩৫
১৯. তদেব, পৃ. ৩৫
২০. তদেব, পৃ. ৩৯
২১. তদেব, পৃ. ৪১
২২. তদেব, পৃ. ৪৩
২৩. তদেব, পৃ. ৬২
২৪. তদেব, পৃ. ৭০

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :

গঙ্গোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন, ‘কবিতা সমগ্র-১’, অক্ষরবৃত্ত প্রকাশন, প্রকাশক- তাপস বসু, ১২ কামারপাড়া লেন, কল্কাতা-৭০০০৩৬, প্রথম প্রকাশ- ২০২৩

সহায়ক গ্রন্থ :

মুখোপাধ্যায়, গুরুপদ, ‘কবি ও কবিতা অন্তর্গত সংলাপ’, রোহিনীনন্দন, ১২/২ রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা- ৭০০০১২, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ২০২৪

ত্রিবেদী, অজিত, ‘আধুনিক কবিতা : নির্মিত বহুরূপ’, এবং প্রান্তিক, ভগবানপুর, বি.এইচ.ইউ, বারানসী-২২১০০৫, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, ২৫ বৈশাখ-১৪২৪ বঙ্গাব্দ।

সহায়ক পত্রিকা :

কোরাস – পৌষ সংখ্যা- ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা- ২০২১, কলকাতা – ৭০০০৬৫

কর্মকার লক্ষণ, সম্পাদনা, ‘সৃজন’ সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, ছোটগল্প বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা, ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬